৪/১০/২০০৫

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ৬ ......

ভোরের কাগজ

জহুরুল হক হল ছাড়া সবই ছাত্রদলের দখলে

ঢা.বিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। এদিকে একটি হল বাদে সব হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা গা ঢাকা দিয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখলের পরদিন গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল শেষে আয়োজিত এক সমাবেশে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে বহিরাগত এবং শিবিরকর্মীদের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, বাহাদুর অজয়ের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের লালন-পালনকারী উপাচার্য আজাদ চৌধুরীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে ছাত্রদল।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঢা.বিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অবাঞ্ছিত

● প্রথম পাতার পর

এদিকে ছাত্রলীগ গতকাল টিএসসিতে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রহসনের নির্বাচনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে। ১০/১২ জনের মিছিলটি ২ বার টিএসসি প্রদক্ষিণ করে ১০ মিনিটের মধ্যে সমাবেশ শেষ করে সবাই ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

ছাত্রদল নিজ সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাবধান করে দিয়ে বলেছে সন্ত্রাসী এবং শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে কেউ লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সমাবেশের আগে ছাত্রদলের মহিলা কর্মীরা ক্যাম্পাসে রং ছিটিয়ে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করে।

ছাত্রদল নেতা মনির হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন এবং আসাদ।

ছাত্রলীগের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রহসনের নির্বাচন আমরা মানি না। অতীতে যেমন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবারও সেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ কে এম আজিম, মুস্তাফিজুর রহমান বিপ্লব এবং দেলোয়ার হোসেন।

এদিকে দখলমুক্ত থাকা জহুরুল হক হলে অবস্থান নিতে গতকাল অপর ছাত্রদল নেতা আসাদের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি দল ঐ হলে যায়। তবে ছাত্রলীগের হল সভাপতি বাবু এবং হলের নেতা এমদাদ হল ছেড়ে দিতে রাজি না হওয়ায় তারা ফিরে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল ছাত্রদলের হাতে ছেড়ে দিলেও এই হলের ছাত্রলীগের নেতারা হলটিতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তৎপর বলে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে গতকাল আলাপকালে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিবর্তন করা হলে প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। এই কালচার পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত, গত '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার ৩ মাসের মাথায় তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন বিরূপ পরিস্থিতিতে উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সময় আমি সজ্ঞানে বা স্বইচ্ছায় কোনো পক্ষপাত করিনি। তবে অসামর্থ এবং অদূরদর্শিতার জন্য হয়তো কিছু বিষয়ে আমার ভুল হতে পারে। তবে তা ইচ্ছাকৃত নয়। কোনো প্রকার দলীয়করণ আমি করিনি। আমার বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার। তিনি বলেন, আমার সঙ্গে বর্তমান কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা নেই। রাজনীতির বিতর্কে আমি জড়াতে চাই না। উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি সিন্ডিকেটকে আলোচনা করতে বলেছি। গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপাচার্যকে চিন্তিত এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

ছাত্রলীগ আজ বিকালে সংগঠনের কার্যালয়ে জাতীয় কার্যকরী সংসদের এক জরুরি সভা আহ্বান করেছে। ছাত্রলীগ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, ছাত্রদের অনুপস্থিতির সুযোগে ছাত্রদলের বহিরাগত সন্ত্রাসী, টোকাই এবং মাস্তানরা আবাসিক হলগুলোতে উঠে পড়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হলগুলো দখলমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, অবিলম্বে দেশব্যাপী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, আক্রমণ বন্ধ না হলে দেশব্যাপী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।